দৈনিক ইত্তেফাক

35

তারিখ ... DEC 26 1999

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একটি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই সন্তোষজনক। আর তাহা সম্ভব হইতেছে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সচেতন ম্যানেজিং কমিটি এবং অভিজ্ঞ ও একনিষ্ঠ শিক্ষকমন্ডলীর জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষাখাতে আর্থিক বরাদ্দ সর্বোচ্চ থাকিলেও বিদ্যালয়টিতে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগে নাই। বিদ্যালয়ের মোট আটটি কক্ষের মধ্যে পাঁচটি কক্ষ ৬/৭ বৎসর পূর্বেই ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। প্রায়শঃই ছাদের পলে স্তরা খসিয়া পড়ে। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করিতে হয়। বিগত সরকারের সময় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হইলে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফ্যাসিলিটিজ বিভাগকে নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশ মোতাবেক ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী হইতে শুরু করিয়া নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত সরেজমিনে তদন্তপূর্বক বিদ্যালয়ের পাঁচটি কক্ষকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিযুক্ত ও ব্যবহারের অনুপযোগী বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের ১৯৯৩ সনের রেট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। ব্যয় নিরূপিত হইয়াছিল সতের লক্ষ ছাপান্ন হাজার নয় শত চব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পার হইয়া বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজটি শুরু হইবার মুহূর্তে অর্থাৎ '৯৬ সালে সরকার পরিবর্তনের পর পরই অজ্ঞাত কারণে উক্ত কার্যক্রম একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এমতাবস্থায়, ছয় শত ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকমন্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দকে অবর্ণনীয় আশংকার মধ্য দিয়া পড়ালেখা এবং দায়িত্ব পালন করিতে হইতেছে। আর তাই অত্র বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ যাহাতে অনতিবিলম্বে শুরু হইতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান সরকার,
নিজ বাড়ী, কামারপুকুর,
সৈয়দপুর, নীলফামারী।